MAR. 24 2001

~~MAR 23 2001~~

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ... ...

৯ এপ্রিলের মধ্যে দাবি না মানলে শিক্ষা ক্যাডার সদস্যরা ধর্মঘটে যাবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সভায় আগামী ৯ এপ্রিলের মধ্যে ৫ বছর ধরে বন্ধ পদোন্নতিসহ অন্যান্য দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে শুক্রবার অনুষ্ঠিত এ সভায় বলা হয়েছে, উপরোল্লিখিত তারিখের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে ১০ এপ্রিল থেকে সারা দেশের ২৪৬টি কলেজ, টিটি কলেজ ও সরকারী মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা অবিরাম ক্লাস বর্জন কর্মসূচী শুরু করবে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মোঃ কফিল উদ্দিন.

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

৯ এপ্রিলের মধ্যে *(১২-এর পাতার পর)*

ফাহিমা খাতুন, সেলিম খোন্দকার, মোঃ শহিদুল্লাহ, আতিয়ার রহমান, ইফতেখার আহমেদ, নূর মোহাম্মদ, ইলিয়াস বখত, রফিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ ছালাহউদ্দীন প্রমুখ। সাধারণ সভা শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রায় ১৫০০ শিক্ষক অংশ নেন।

গত ৫ বছর যাবত সরকারী কলেজের প্রায় ৪০০০ শিক্ষকের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। প্রতি বছর শত শত শিক্ষক পদোন্নতি ছাড়াই অবসরে যাচ্ছেন। পাঁচ বছরে একজন শিক্ষকের উচ্চতর পদে পদোন্নতি পাবার কথা থাকলেও পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পদোন্নতি বন্ধের কারণে অনেকেই ২০/২১ বছর একই পদে কাজ করছে। অন্যদিকে কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স খোলা হলেও প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজসহ বড় কলেজগুলোতে অধিকাংশ বিভাগে চেয়ারম্যান/অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। সরকারী কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্কট নিরসনে শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেননি। ফলে সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ গত ১৯ থেকে ২১ মার্চ তিন দিন ক্লাস বর্জন কর্মসূচী পালন করে।

সমাবেশে শিক্ষকগণ পদোন্নতি চালুকরণ, শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি প্রদান, শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি, সৃষ্ট পদের স্থায়ীকরণ ও শিক্ষা সম্পর্কিত অফিসে অন্য ক্যাডার সদস্যদের অপসারণ দাবি করেন।